উপসংহার

বহু প্রচলিত ভাষার জেলা মালদহ বা মালদা। প্রধান ভাষা বাংলা হলেও এখানে সাঁওতালী, খোট্টা, হিন্দী, উর্দু, ওঁরাও, ওড়িয়া, পাহাড়িয়া, মুণ্ডারী ইত্যাদি ভাষায় অনেক লোক কথা বলেন। সুদীর্ঘকাল থেকে বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির বসবাস। বিহার ও ঝাড়খণ্ড প্রদেশের নৈকট্য, জীবিকার্জনের প্রয়োজনে একটা বিশাল সংখ্যক অ-বাঙালী জনগণের আগমনের জন্য এই জেলার ভাষীক মানচিত্রে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যনীয়। এই জন্য এ জেলাকে ভারতের ক্ষুদ্র সংস্করণ বা Mini India ও বলা যেতে পারে। এই জেলার কথ্য বাংলা ভাষা মূলতঃ বরেন্দ্রী উপভাষার অন্তর্গত হলেও তার স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য অঞ্চল বিশেষে দেখা যায়। সেই রকমভাবে খোট্টা নামক কথ্য ভাষা অঞ্চল এবং সম্প্রদায় বিশেষে আলাদা হয়ে পড়েছে। 'তিন কোশ পর পানি বদলে / সাত কোশ পর বাণী' হিন্দীর এই প্রবাদটি খোট্টা ভাষার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত নয়। দিয়ারা অঞ্চলে এই ভাষা দূরত্ব অনুযায়ী পরিবর্তন হয় না, হয় সম্প্রদায় বিশেষে। একটি গ্রামে যদি চার / পাঁচটি জনগোষ্ঠীর লোক বাস করে তবে ঐ গ্রামে খোট্টাভাষার রূপভেদ চার/পাঁচ রকমের হবে। 'তুমি যাবে?' বাংলা ভাষার এ বাক্যটি সম্প্রদায় বিশেষে হবে — 'তুঁ জাবে? / তু জাবিন? / তুঁ জামঁহ? / তুঁ জইবে? / তাঁয় জাগা / জাগি? / তুম জাগা / তুম জাগি?' ইত্যাদি হবে। অনুরূপ কথার সমর্থন আমরা জর্জ গ্রীয়ারসন সাহেবের 'Linguistic Survey of India' গ্রন্থতেও পাই।

আমরা জানি, বিহার সংলগ্ন এলাকা এবং ইংরেজবাজার, কালিয়াচক, বৈষ্ণবনগর ও মানিকচক থানার জনগোষ্ঠীর মধ্যে অনেকের মাতৃভাষা খোট্টা। খোট্টাভাষীরা ঝাড়খণ্ড, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ইত্যাদি রাজ্য থেকে এখানে এসে বসবাস করেন। তাই আমরা এদের সংস্কৃতি, ধর্ম, ভাষা, খাদ্যাভাস ইত্যাদি উপরিউক্ত রাজ্যগুলির সাথে মিল বা ছোঁয়া দেখতে পাই। হিন্দী ভাষার তিনটি প্রধান উপভাষা রয়েছে – (১) মগহী, (২ ভোজপুরী এবং (৩) মৈথিলী। আমাদের এই জেলার খোট্টাভাষার মধ্যে তিনটি উপভাষারই প্রয়োগ রয়েছে। মৈথিলী ব্রাহ্মণদের মধ্যে মৈথিলী উপভাষা, ডোমনি গান, বিভিন্ন বিয়ের গানে মগহী উপভাষা এবং ভোজপুরী উপভাষার নিদর্শন আমরা পাই। তবে বর্তমানে এই ভাষায় বাংলা, ইংরেজী শব্দ প্রচুর পরিমানে ঢুকে পড়ছে। খোট্টাভাষীরা bilingual বা দ্বিভাষাভাষী। বাইরে অন্য ভাষা ব্যবহারকারীদের সাথে বাংলা বা অন্য ভাষায় কথা বলে। বাংলায় কথা বলতে বলতে বাংলা শব্দ প্রচুর পরিমানে ঢুকে পড়ছে। আবার যারা পড়ুয়া তারা নির্বিচারে খোট্টা ভাষায় বাংলা এবং ইংরেজী শব্দকে অন্তর্ভুক্ত করে নিচ্ছে। হিন্দী সিনেমার দরুন খোট্টা ভাষায় খাঁটি হিন্দী শব্দ উচ্চারিত হচ্ছে। ফলে কোন্‌টি হিন্দী আর কোন্‌টি খোট্টা অনেক সময় গুলিয়ে যায়। মুসলমানরা আরবী উর্দু পড়ে ফলে তাদের ব্যবহৃত খোট্টা ভাষায় আরবী, ফার্সি ও উর্দু শব্দের ব্যবহার বেশী লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানের কথ্য খোট্টা ভাষার সঙ্গে বিভিন্ন এলাকার সংগৃহীত প্রচলিত গীত বা গানের ভাষা মিলে না। গীত বা গানগুলি অনেক পুরাতন। গীত বা গানে 'হাজিপুরের' উল্লেখ পাই। হাজিপুর উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত। গানগুলি ঐ এলাকার এবং এটাও প্রমানিত হয় যে এখানকার খোট্টাভাষা ব্যবহারকারীরা বিহার-উত্তরপ্রদেশ থেকেই এসেছেন। মৌখিক সাহিত্য সবই শ্রুতিনির্ভর। কেননা, এ ভাষায় কোন বর্ণ বা লিপি আবিষ্কৃত না হওয়ায় পুস্তকাকারে কোন কিছু নেই। পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে শুনে শুনে তাঁরা মৌখিক সাহিত্যকে মুখস্থ করে রেখেছেন। মুখে মুখে প্রচারিত হওয়ার জন্য একই গানে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভাষা ঢুকে পড়েছে। একই গীত বা গান ব্যবহারকারী নিজেদের কিছু শব্দ যোজনা করে গীত করেন। আবার বর্তমানের পুরুষ মহিলাদের মধ্যে পূর্ব পুরুষদের ব্যবহৃত

গীত / গান সে রকমভাবে মনে গেঁথে রাখতে রাজি নন। যারা হয়ত বা রাখে তাও সম্পূর্ণ নয়, খণ্ডিত। সব গীত বা গানগুলি যদি পূর্ণ আকারে পাওয়া যেত তাহলে অজ্ঞাত গীতকারেরাও যে উন্নত মানের গীত রচনা করেছেন তা প্রমাণ করা সম্ভব হত। এখন বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে আগের মতো সুরেলা কণ্ঠে আর গাওয়া হয় না। ফলে অনুষ্ঠানগুলি সর্বাঙ্গীণ সুন্দর হয়ে উঠতে পারে না। হয়ত ধীরে ধীরে মৌখিক সাহিত্য কালগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে আর শুধু কথ্য খোট্টাভাষা কোনরকমে রয়ে যেতে পারে।

যাক্, আমরা হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মৌখিক সাহিত্য যেমন সংগ্রহ করেছি তেমনি পথ চলতি অনেক মানুষের খোট্টা ভাষাও সংগ্রহ করেছি। এই ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব ও শব্দভাণ্ডার আলোচনা করেছি। পরিশিষ্টের মধ্যে সংগৃহীত মৌখিক সাহিত্যের কিছু নিদর্শন তুলে ধরেছি। এ ভাষার কোন বর্ণমালা না থাকায় বাংলা বর্ণমালা বা হরফে প্রকাশ করেছি। বাংলা পাঠককূলের কাছে আবেদন খোট্টা শব্দগুলি বাংলা ভাষার মতো উচ্চারণ করবেন না। হিন্দী এবং কোমল উচ্চারণ করলে তবেই নতুন একটা ভাষা পাঠ করার অনাবিল আনন্দ পাবেন।

অঞ্চল, সম্প্রদায়, লিঙ্গ, বয়স, পেশা এবং অন্যান্য কারণের দরুণ খোট্টা ভাষায় কিছু স্বাতন্ত্র্যতা দেখা যায় তা আমরা তুলে ধরছি—

অঞ্চল বা এলাকাগত ঃ

মালদা জেলার প্রায় সব থানা এলাকাতে খোট্টাভাষাভাষী রয়েছে। তার মধ্যে ইংরেজবাজার, কালিয়াচক, বৈষ্ণবনগর ও মানিকচক থানাতে সর্বাধিক খোট্টা ভাষা ব্যবহারকারী দেখতে পাই। কিন্তু প্রত্যেক থানায় এমন কি একই গ্রামে খোট্টা ভাষার রূপ এক নয়। মানিকচক এলাকার নওয়াদা এনায়েতপুরের কেউট বা জেলেদের খোট্টাভাষা আর ইংরেজবাজার এর সাতটারী কিংবা কালিয়াচক থানার কাগমারী, আইল পাড়ার কেউটদের খোট্টাভাষা এক নয়। নওয়াদাতে অভি, কভি ইত্যাদি হিন্দী শব্দের বহুল প্রয়োগ কিন্তু ইংরেজবাজার, কালিয়াচক থানায় এখনি, কখনি ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়। নওয়াদা-এনায়েতপুর মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল। মুসলমানদের খোট্টা ভাষায় আরবি, উর্দু, ফারসি শব্দের বহুল প্রয়োগ। উর্দু আর হিন্দী ভাষার মধ্যে খুব বেশী ফারাক নয়। তাই ওখানে অভি, কভি ইত্যাতি শব্দের বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আবার কালিয়াচকের কেউট, নাগর, তেলি, কর্মকার ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর মধ্যে 'কাঁহা গেলচন?' (কোথায় গিয়েছ?) বাক্যটি ইংলিশবাজার থানার কাজিগ্রাম এর কেউট, ধোপা, নাপিতদের মধ্যে উচ্চারিত হয় 'কাঁহা গেলচি?' কালিয়াচকের জানুটোলার বাদিয়ারা বলেন — কুত্থে জাবি? (কোথায় যাবি?) আবার ঐ বাক্যটি ইংরেজবাজার, মানিকচক থানার মোমিন, আনসারি মুসলমানরা বলে — কাঁহা জাগা / জাগি? 'হিন্দু-মুসলমান খোট্টাভাষীরা জল কে পানি বলে কিন্তু নাগর-মণ্ডলরা আবার পানিকে জোল / জেল উচ্চারণ করে।

সম্প্রদায়গত ঃ

এই জেলার উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম বরাবর যে থানাগুলি রয়েছে অর্থাৎ রতুয়া, মানিকচক, চাঁচল, ইংরেজবাজার, কালিয়াচক ও বৈষ্ণবনগর থানায় বিভিন্ন সম্প্রদায় বাস করেন। ফলে এখানকার ভাষা বৈচিত্র্য বেশী। হিন্দু সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত খোট্টা ভাষার মধ্যে বাংলা, হিন্দী, ইংরেজী ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার বেশী আর মুসলমান সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত খোট্টা ভাষার মধ্যে আরবি, ফার্সি এবং উর্দু শব্দের ব্যবহার বেশী। মৈথিল ব্রাহ্মণদের মধ্যে হিন্দীর উপভাষা মৈথিল ভাষার ব্যবহার বেশী। হিন্দীর অপর দুটি উপভাষা মগহী ও ভোজপুরী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের খোট্টা ভাষার মধ্যে নিহিত রয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের

মধ্যে তুঁই, তুমি, আপনি সর্বনাম বোঝাতে 'তুঁ' পদটি ব্যবহার হয়। অনুরূপভাবে, মুসলমানদের মধ্যে 'ত্যাঁয়, তুম' ঐ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

লিঙ্গগত ঃ

নারী-পুরুষের খোট্টাভাষা একই রকম হলেও কিছু ভেদাভেদ রয়েছে। মুসলমান খোট্টাভাষা ব্যবহারকারীদের মধ্যে সর্বনাম পদের সাথে আ, ই প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রী লিঙ্গ পরিবর্তন করা হয়। পুং লিঙ্গে ত্যাঁয় জাগা? (তুমি যাবে?) আর স্ত্রী লিঙ্গে ত্যাঁয় জাগি? (তুমি যাবে?) হিন্দুদের খোট্টাভাষার মধ্যে এরূপ ব্যবহার পাওয়া যায় না। উভয় সম্প্রদায়ের পুরুষদের মধ্যে 'রে, অবে' এই সম্বোধন পদটির ব্যবহার প্রচুর হয়। 'অবে, কি কর্‌বে রে?' মেয়েদের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায় বিশেষে 'টে' এবং বিবাহিতাদের ক্ষেত্রে 'গে' ব্যবহার হয়ে থাকে। মাগধীতে 'রে' শব্দটি প্রয়োগ করে প্রশ্নবোধক বাক্য শেষ করা হয়। যেমন– কাঁহা শ আলে রে? (কোথা থেকে এলে?) সম্মানীয় ব্যক্তির উদ্দেশ্যে 'রে' শব্দটি 'হো' হয়ে যায়। যেমন – কাঁহা শ আলে হো? (কোথা থেকে এলেন?)

বয়সগত ঃ

গ্রামাঞ্চলের বয়স্করা, যারা অশিক্ষিত তারা সারাদিন খাঁটি খোট্টা ভাষার প্রয়োগ করেন। মাঝবয়সীরা খোট্টা ও বাংলা ব্যবহার করে। আর যারা বিদ্যালয়ে / কলেজে পড়ে তাদের মধ্যে খোট্টা ভাষার চেয়ে বাংলা ভাষার ব্যবহার বেশী।

পেশাগত ঃ

এই অঞ্চলে বিভিন্ন পেশার মানুষ রয়েছেন। শিক্ষিত এবং চাকরিজীবী খোট্টাভাষীদের মধ্যে খোট্টার ব্যবহার খুবই কম। কেননা, কর্মক্ষেত্রে তাদের মাতৃভাষা ব্যবহারের সুযোগ নেই। বাড়িতে শিশুদের সাথে খোট্টা ভাষাতে কথা বললেও ইদানিং ইংরেজী শব্দ তার মধ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে অনেক খোট্টা শব্দ হারিয়ে যাচ্ছে। পুরিয়ার পরিবর্তে প্যাকেট, গণ্ডা / পণ এর বদলে ডোরজন, ফুরতি'র বদলে আরজেন, প্যার্‌থ্যম্ এর বদলে ফাশ, টকি'র বদলে সিরনেমা, মোলাহা'র বদলে রেট, গাঁর থইলা'র বদলে প্যান্ট, ভুননির বদলে শাড়ি, ভোজাই'এর পরিবর্তে বৌদি, কটোরা'র বদলে কোউটা ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করছে।

অন্যত্র গমন ঃ

এখন মানুষ শহরমুখী হচ্ছে। খোট্টাভাষীদের মধ্যে যাদের অবস্থা স্বচ্ছল কিংবা চাকরিজীবী তারা গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসছে শিশুদের ভাল শিক্ষা, চিকিৎসা পরিষেবা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য। বাংলা ভাষা বলয়ের মধ্যে ঢুকে গিয়ে খোট্টা ভাষা তারা এবং উত্তরসূরীরা ভুলতে বসেছে। আবার গঙ্গানদী ভাঙ্গনের জন্য মানিকচক ও কালিয়াচক থানার নদী সংলগ্ন খোট্টাভাষীরা ঘরবাড়ি, ভিটে মাটি সর্বস্ব হারিয়ে অন্যত্র সরকারী রাস্তার ধারে কিংবা বিভিন্ন এলাকায় বসতি স্থাপন করছে। নতুন এলাকায় এসে মাতৃভাষা বলার সুযোগ পাচ্ছে না। ফলে খোট্টা ভাষা হারিয়ে যায় কিম্বা বিবর্তিত হয়ে পড়ে। এই জেলার খোট্টা ভাষা বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে কতকগুলি বিষয় আমাদের নজরে পড়েছে। প্রথমতঃ এই ভাষায় হিন্দী শব্দের প্রাধান্য বেশী এবং উচ্চারণ কোমল। দ্বিতীয়তঃ ইংরেজী 'you' শব্দের মতো 'তুঁ' শব্দটি হিন্দু এবং 'ত্যাঁয়' শব্দটি চাঁই, মণ্ডল এবং মুসলমানদের মধ্যে তুই, তুমি, আপনি অর্থে ব্যবহৃত হয়। তৃতীয়তঃ বাংলা ভাষায় যেমন বিভিন্ন প্রতিশব্দ থাকে খোট্টাভাষায় কিন্তু কোন প্রতিশব্দ নেই বললেই চলে। যেমন চাঁন, সুরুজ ইত্যাদি শব্দের কোন প্রতিশব্দ আমরা পাইনি। চতুর্থতঃ বর্তমান কথ্য খোট্টা ভাষার সঙ্গে আমাদের সংগীত গান / গীত'এর ভাষার সাথে মিল খুবই কম।

কারণ, গীত বা গানগুলি অনেক প্রাচীন। পঞ্চমতঃ গানগুলি পর্যালোচনা করতে গিয়ে বিহারের 'হাজিপুর' এর নাম অনেক গানে পাই। তার থেকে অনুমান করি, এই খোট্টা ভাষা ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠী হাজিপুরের আশপাশ অঞ্চল থেকে এ জেলায় এসেছেন। তাদের ব্যবহৃত হিন্দী ভাষায় ধীরে ধীরে বাংলা ইংরেজী, আরবি, ফার্সি, উর্দু ইত্যাদি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

আমরা ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি নাসিক্য ধ্বনির প্রাবল্য, প্রচুর পরিমানে দ্বিত্ব শব্দ, ল-কারীভবন, হ-কারীভবন, অল্পপ্রাণী এবং মহাপ্রাণী ভবনের প্রচুর ব্যবহার, বর্ণলোপ, বর্ণাগম ইত্যাদি বহুল পরিমানে দেখা গেছে।

রূপতত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে পেয়েছি — শুধুমাত্র মুসলমানদের ক্ষেত্রে সর্বনাম পদের সাথে আ, ই প্রত্যয়যোগে স্ত্রী লিঙ্গ হয়। হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যথাক্রমে 'টা' ও 'ঠো' বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। মূল ধাতুর সঙ্গে 'বহ্' বিভক্তি যোগ করে সম্মানীয়দের সম্মান প্রদর্শন করা হয়। ইংরেজী, ফার্সি উপসর্গ যোগে শব্দ গঠনও এই ভাষাকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে।

বাক্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে পদ সংস্থান রীতির বৈচিত্র্যও লক্ষ্যনীয়। যেমন — নঞর্থক বাক্যের ক্ষেত্রে না শব্দ বাক্যের শেষে না বসে ক্রিয়াপদের পূর্বে বসে।

শব্দভাণ্ডার'এর ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমানে হিন্দী, আরবী, ফার্সি, উর্দু ও ইংরেজী শব্দও লক্ষ্য করেছি। সেই সঙ্গে অনেক অজ্ঞাতমূল শব্দাবলী শব্দও রয়েছে।

পরিশিষ্ট পর্যায়ে এই অঞ্চলে প্রচলিত প্রাচীন গীত, গান, ছড়া প্রবাদ-প্রবচন ও ধাঁধাঁ ইত্যাদি সমূহের মধ্যে বিহার রাজ্যের এবং স্থানীয় অঞ্চলের গন্ধ ও স্পর্শ বর্তমান।

সার্বিকভাবে আমরা মালদা জেলার ইংরেজবাজার, মানিকচক, বৈষ্ণবনগর, কালিয়াচক থানার খোট্টা ভাষা সম্পর্কে একটা সামগ্রিক বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটিতে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। উল্লেখ্য, অদূর ভবিষ্যতে খোট্টাভাষা ব্যবহারকারীর মৌখিক সাহিত্য যে বিভিন্ন সাহিত্য গুণে সমৃদ্ধ তা গ্রন্থাকারে তুলে ধরার চেষ্টা করব।